170

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 10 NOV 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

উত্তেজনার কারণে পুলিশ মোতায়েন

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের ১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত

রাজশাহী অফিস ঃ ১৯৯৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে কলেজ এবং কেন্দ্র পরিবর্তন করিয়ে প্রায় ৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে পরীক্ষা দেবার সুযোগ করে দেয়ার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের একজন কর্মকর্তাসহ মোট ১৩ জনকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

বিভিন্ন অভিযোগে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এসব পরীক্ষার্থীদের ফলাফল প্রথমে বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়। এনিয়ে রাজশাহীতে সর্বদলীয় ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। তারা নিয়মিত মিছিল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, বোর্ড অফিস ঘেরাও ও অবরোধ কর্মসূচী পালন করে। আন্দোলনকারীরা দুর্নীতির সাথে জড়িত বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানায়। দু'জন ছাত্র আদালতের শরণাপন্ন হয়। আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এসব ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফল বাতিল করার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে প্রথমে স্থগিত ও পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে তা প্রকাশ করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ড কর্তৃপক্ষ দুর্নীতির সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করে। এ কমিটির তদন্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান গতকাল (রবিবার) এক সার্কুলারে একজন কর্মকর্তাসহ মোট ১৩ জনকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছেন বরখাস্তকৃতরা হলেন– মোঃ নূরুল ইসলাম খান (সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক), মোঃ সামানুল হক (শাখা কর্মকর্তা), মোঃ ওয়াজির আলী (উচ্চমান সহকারী), মোঃ আমজাদ আলী (উচ্চমান সহকারী), মোঃ সেকেন্দার আলী (উচ্চমান সহকারী), মোঃ তাজুল ইসলাম (উচ্চমান সহকারী), বিবি বড়ুয়া (উচ্চমান সহকারী), খন্দকার আহমেদুন্নবী (উচ্চমান সহকারী), মোঃ মজিবর রহমান (হিসাব সহকারী) ও মোঃ মিন্নত আলী (জুনিয়র অডিটর), এ এফ এম খায়রুল আলম (স্টেনো টাইপিস্ট), মোঃ মনজুর রহমান (নিম্নমান সহকারী) ও মোঃ নূরুজ্জামান (নিম্নমান সহকারী)।

এদিকে ঘটনার প্রেক্ষিতে বোর্ড অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। বোর্ড চত্বরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।